৩) খলজি বিপ্লব কি? এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। [10]

→ দিল্লির সুলতানি শাসন পরিচালনায় দীর্ঘ ৮০ বছর মামেলুক তুর্কিদের হস্তগত ছিল। এদের শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তুর্কিদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ইতিমধ্যে বহু অতুর্কি মুসলিম ভাগ্যান্বেষে ভারতে এসেছিলেন। ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমানের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইসব বহিরাগত অতুর্কি মুসলমানদের মধ্যে খলজিরাও ছিল। জাতিগত কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল অবহেলিত ও বঞ্চিত। এইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী গোষ্ঠী দিল্লির ক্ষমতা দখলের জন্য উন্মুখ হয়েছিল। বলবানের মৃত্যুর পর তার দুর্বল ও অযোগ্য বংশধরদের আমলে বহু আকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পায় এবং দিল্লিতে শাসন প্রতিষ্ঠা সক্ষম হয়।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের মৃত্যুর পর পৌত্র কায়কোবাদ ১২৮৬-১২৮৭ খ্রি. মাসে ১৭ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। কায়কোবাদ ছিলেন দায়িত্বজ্ঞানহীন, বিলাসপ্রিয় ও চারিত্রিক দুর্বল মানুষ। সিংহাসনে বসে তিনি ব্যাভিচারে গা ভাসিয়ে দেন, শাসনকার্য হয়ে পড়ে অবহেলিত। এইসময় সমস্ত ক্ষমতা নিজামউদ্দীন নামে এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয়, ফলে পুরাতন অভিজাতরা লাঞ্ছনার শিকার হন। দেশজুড়ে এই সময় অরাজকতা সৃষ্টি হলে কায়কোবাদ নিজামউদ্দীনকে হত্যার নির্দেশ দেন। এরপর মালিক ফিরোজ প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। এরফলে তুর্কি অভিজাতরা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা আশঙ্কা করেন ফিরোজ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে তুর্কিদের অপসারিত করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করবেন

কাইকোবাদ এসময়ে পক্ষাঘাত হয়ে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে অবস্থা আরও জটিল হয়।

এইসময় তুর্কি অভিজাতরা কাইকোবাদের শিশু পুত্র কায়োমারসকে দিল্লির সুলতান বলে ঘোষণা করে এবং ফিরোজকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। ফিরোজ তুর্কিদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তার অনুগামীদের নিয়ে দিল্লির নিকট বা আহারপুরে আশ্রয় নেন। খলজিগণের সমর্থনে ফিরোজ দিল্লি শাসন করার পরিকল্পনা নেন। কায়োমারসকে বন্দী করা হয়। রাজনৈতিক প্রহসন শেষ করার জন্য ফিরোজের নির্দেশে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কায়কোবাদকে হত্যা করে তার মৃতদেহ যমুনার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, এরপর ১২৯০ খ্রিঃ মালিক ফিরোজ জালালউদ্দিন ফিরোজশাহ নাম ধারণ করে দিল্লির কিলখড়ি প্রাসাদে নিজেকে দিল্লির সুলতান বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক কে. এস. লাল ও আর. পি. ত্রিপাঠি খলজি বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন।

ইলবারি তুর্কিদের পরিবর্তে দিল্লিতে খলজি বংশের উত্থান নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এগুলি নিম্নরূপ—

(i) এই খলজি বিপ্লব দ্বারা তথাকথিত দাস বংশের ও তুর্কি আধিপত্যের পরিবর্তন ঘটে। এই ঘটনার দ্বারা ভারতীয় মুসলমান কর্তৃত্বের উত্থান ঘটে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নতির বিধানগুলি নানাভাবে সূচিত হয়।

(ii) খলজি বিপ্লবের সাফল্য ও রাজকর্তৃত্বের পরিবর্তনের দ্বারা এই মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে সিংহাসনে আধিপত্য করার জন্য কোনো বিশেষ শ্রেণি বা জাতির অধিকার একচেটিয়া নয়। অতুর্কি মুসলমানদের ক্ষমতা দখল একটি সফল অভ্যুত্থান বলা যেতে পারে।

(iii) খলজি বিপ্লবের সাফল্য প্রমাণ করে যে ক্ষমতালাভের প্রধান উৎস হল সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিজাত ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সমর্থন।

(iv) খলজি বিপ্লবের দ্বারা দিল্লির প্রশাসনে পুনরায় সামরিক শক্তির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই বিপ্লবের দ্বারাই সুলতানী রাজনীতিতে উলেমাদের কর্তৃত্ব হ্রাস পায়।

খলজি বিপ্লব ভারত ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সুদূরপ্রসারী ঘটনা। এই বিপ্লব ছিল তুর্কি একাধিপত্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের সাফল্যের নিদর্শন। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দিল্লির জনতার মধ্যে উলেমা মুক্ত রাজনৈতিক চেতনা ও আনুগত্যবোধ সৃষ্টি হয়েছিল।